

Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ মার্চ, ২০২২

৪৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২৮ মার্চ, ২০২২, সোমবার, ১৩ চৈত্র, ১৪২৮

রামপুরহাট গণহত্যার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মার্চ : রামপুরহাট গণহত্যার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে থিকার মিছিল হয়। সিপিআই(এম) ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে আজ বর্ধমান শহরে কার্জন গেট থেকে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল বিসি রোড হয়ে রাজবাটিতে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, তাপস সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গলসী বাজারে সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাইফুল হক, শিশির কেশ, মনসিজ হোসেন ও

অমিতাভ মণ্ডল।

মেমারি চকদিঘি মোড় লরি ইউনিয়নের অফিসের সামনে থেকে সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে রামপুরহাটে তৃণমূলের নারকীয় গণহত্যার প্রতিবাদে একটি মিছিল হয়। মিছিল শুরু করার আগে মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত কুমার বক্তব্য রাখেন। এই কর্মসূচিতে মেমারির কালসীর মোড়ে গণহত্যার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে সিপিআই(এম) নেতা কর্মীরা। বক্তব্য রাখেন জেলা নেতা সুকান্ত কোণ্ডার। কালনার সেনেরডাঙা, মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম বাজারে মিছিল ও বিক্ষোভ হয়, বক্তব্য রাখেন ওসমান গণি সরকার ও ধনঞ্জয় সামন্ত প্রমুখ।



২৬ মার্চ বর্ধমানে আনিস খান, তুহিনা খাতুন ও রামপুর গণহত্যার প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের মিছিলের একাংশ

তুহিনার পরিবারের পাশে ভাঙড়ের বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : রামপুরহাট কাণ্ডে সিবিআই হওয়ার পর তুহিনার পরিবার সিবিআই চাইছেন। পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রেখে ও একমাস কেটে গেলেও মূল অভিযুক্ত শাসক দলের কাউন্সিলর বাদশা এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এমনই অভিযোগ জানানলেন মৃত পরিবারের লোকজন নওশাদ সিদ্দিকীর কাছে। শুধু তাই নয় পুলিশ যাকে খুঁজে পাচ্ছে না সেই ব্যক্তিকে এস.ডি.ও অফিসে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। পুলিশ,প্রশাসন, তৃণমূল সব একাকার।

ভাঙড়ের বিধায়ক সংবাদিকদের জানান প্রশাসনের কাছে আমার অনেক প্রশ্ন। সর্বত্র শাসকের আইন চলেছে এর বিরুদ্ধে এলাকার মানুষকে আগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আনিস খান পরিবারের পাশে এলাকার মানুষ



ঐক্যবদ্ধ। তিনি জানান বিধানসভায় আমি মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করব। সাথে সাথে পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তাদের ন্যায় বিচারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাবো, এর জন্য হাইকোর্ট প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছি। শুধু সংখ্যালঘু বলে যাব না। আই.এস.এফ বঞ্চিত, শোষিত মানুষের পাশে আছে।

২৮-২৯ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মার্চ : উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন ও তার থেকে উদ্ভূত দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের দুর্দশা, ব্যাপক কর্মচ্যুতি, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে ২৮-২৯ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে দেশের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহ। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে দেশের বামপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলি। ধর্মঘটের সমর্থনে তারা পথে নেমেছেন। মিছিল, মিটিং, পথসভা, গ্রুপ সভাগুলি চলছে অবিরাম। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সংবাদদাতারা পাঠিয়েছেন সেই সংবাদ। ২৬ মার্চ বর্ধমান শহরে বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটের সমর্থনে পথসভা হয়েছে। এছাড়াও বর্ধমান শহরে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই, এস.এফ.আই-এর উদ্যোগে আনিস খান হত্যা, তুহিনা খাতুনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ও রামপুরহাট গণহত্যার প্রতিবাদে মিছিল হয়। কালনা থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন সিপিআই(এম) কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে



ধর্মঘটের সমর্থনে কালনা ব্লকের চারটি গ্রামে সভা হয়েছে। পূর্বস্থলীতে সভা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন কালনা মহকুমা জুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ও

পথসভা হয়েছে। মেমারি চকদিঘি মোড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গলসী, বৃন্দবুদ ও গুসকরায় পথসভা ও মিছিল হয়েছে।

সমবায় সমিতির সম্পদ লুটের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ মার্চ : কালনা-২ ব্লক কো-অপারেটিভ গ্রন্থিকালচার মার্কেটিং সোসাইটির সমস্ত সম্পদ একে একে লুট হচ্ছে। বন্ধ থাকা অফিস ঘরের জানালা ভেঙে লুট হয়ে গেছে খাতা, কম্পিউটার আসবাব পত্র, এমনকি বৈদ্যুতিক ফ্যান, লাইট, ওয়ারিং পর্যন্ত। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। চোখের সামনে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অবাধে লুট হচ্ছে। কেন এই অবস্থা? এই সমবায়ের দীর্ঘদিনের জমানো টাকা তহররপ হওয়ায় আমানতকারীরা দপ্তরের সামনে বেশ কয়েকবার অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। এমনকি তারা সড়ক অবরোধ পর্যন্ত করেন। অভিযোগ—সমস্ত সমবায়ের বিধি উপেক্ষা করেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের ঋণ পাইয়ে দেওয়া

হয়েছে। ফলে চরম অর্থ সংকটের মধ্যে পড়ে এই সংস্থা আজ বন্ধ। তার ফলশ্রুতিতে এই সংস্থার দুটি ব্যাংকিং শাখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বহু গ্রাহক গচ্ছিত অর্থ ফেরত পাচ্ছে না। বন্ধ হওয়া সমবায়ের ১৫ জন কর্মচারীর বেতনও বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় রক্ষা মন্ত্রণের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সমীর মুখার্জী বিভিন্ন দপ্তরে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সমবায়ের কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জানান সমবায়ের মূল ব্যবসা হিমঘর, আমানত এবং হার্ডওয়ার। সেনেরডাঙা ও নেপাকুলিতে দুটি শাখা আছে। ২০১৯ শেষ অডিট হয়েছে। তাতে ডিপোজিট ছিল ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে নেওয়া এই সমবায়ের এক কোটি

টাকা ঋণ অনাদায়ী। এছাড়াও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই সমবায় ঋণ নিয়েছে ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ডাবলু বি এস সি এ আর ডি ব্যাংক থেকে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। এই সমবায়ের পূর্বাভূত লোকসানের পরিমাণ ৯৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ডিপোজিটের মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষের মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকার কোনো হিসাব নেই যা সমিতির মেম্বারদের ও গরিব, মেহনতি মানুষের জমানো টাকা। বেনফেড এবং সর্বমঙ্গলা সমবায় সমিতি এই সমবায়ের কাছে ২৬ লক্ষ টাকা পাবে বলে দেখানো হলেও তার কোনো হদিস নেই। এই সমবায়ের মেম্বারদের ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে ব্যাংকে জানানো হলেও, দেখা যাচ্ছে ৪৭ লক্ষ টাকার হিসাব নেই।

স্বাস্থ্যসার্থী প্রতারণা : নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ মার্চ : স্বাস্থ্যসার্থী কার্ড প্রতারণার অগ্রগতি নিয়ে ২৪ মার্চ জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলার ঘরে এ.ডি.এম আনিস রিসিল ইসমাইল এবং সি.এম.ও.এইচ-এর উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। স্বাস্থ্যসার্থী কার্ড-কে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে সরকারি কোষাগার থেকে হাজার হাজার টাকা লুট হচ্ছে। এই কাণ্ডে আগেই ওই নার্সিংহোমের দুজন কর্মচারি এবং ও অভিযুক্ত জামাই-শাশুড়িকে পুলিশ গ্রেপ্তারের খবর আগেই প্রকাশিত

হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী অভিযুক্ত নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসার্থী প্রকল্পের লাইসেন্স বাতিল করেন। শুধু তাই নয়, যে কার্ডগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা থেকে সমস্ত টাকা আটকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। উক্ত নার্সিং হোমের মালিক আবার গুহ কোনো মন্তব্য করতে চাননি। শহরে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা নার্সিং হোমগুলির প্রতি নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। ৫ সদস্যর দল জেলার অন্যান্য নার্সিং হোম ঘুরে রিপোর্ট দেবেন।

আলু চাষেও ভয়ঙ্কর লোকসানের মুখে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মার্চ : আবহাওয়ার বিরাট তারতম্য জনিত কারণে এবছর আলুর ফলন একেবারে তলানিতে। তার উপরে ভিন রাজ্য থেকে আলুর আমদানিতে উৎপাদিত আলুর দাম অনেকটাই কম। ফলে মহাসঙ্কটে এবার জেলার আলু কৃষকরা। বিরাট লোকসানের মুখে পড়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের। এবছর প্রথম আলু লাগানোর পর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে আলুর বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। পরে অধিক দাম দিয়ে সার ও আলু বীজ সংগ্রহ করে কৃষকরা পুনরায় আলু বসায়। কিন্তু তারপরও রেহাই ছিল না। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার নিম্নচাপের বৃষ্টিতে আলুর জমিতে জল জমে যায়। অনেক কৃষক যথাশীঘ্র জল বের করে দিতে সক্ষম হলেও বেশ কিছু নীচু জমির জল বের করা সম্ভব হয়নি। ফলে আলুর ফলন একেবারেই তলানিতে।



কালনা-১ ব্লকের হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর গ্রামের কৃষক জুলফিকার দাওয়ান একটা জমি দেখিয়ে বলেন, গতবছর যে জমিতে আলু পেয়েছিলাম ১২০ বস্তা এবছর আলু পেলাম মাত্র ১৭ বস্তা। আলু চাষ করার খরচটা তো দূরে থাক, জন মজুরদের মজুরি দিতেই চলে যাবে। ব্যবসায়ীরা আলুর দাম বলে গিয়েছিল ৫০০ টাকা বস্তা। কিন্তু আজকে এখনো পর্যন্ত সেই ব্যবসায়ী আলু নিতেই এলো না। ঋণ কিভাবে শোধ করবো ভেবে কুলকিনারা করতে পারছি না। এর সাথে যুক্ত

হয়েছে হিমঘরের বন্ড নিয়ে শাসকদলীয় স্বেচ্ছাচার। প্রশাসন নির্বিকার—মহা সংকটে জেলার অগুস্তি আলুচাষি।

গতবছর একমাস আগেই আলু উঠেছিল। এবার দুর্যোগ আলু চাষে খরচ ও যেমন বাড়িয়েছে তেমনি ফলন ও কমেছে। গতবার বিঘা পিছু খরচ ২০ হাজার টাকা। ফলন হয়েছিল ১০০ বস্তা (৫০ কেজি)। দাম ছিল মাঠে ৩০০-৩৫০ টাকা বস্তা। এবার সেখানে ফলন বিঘা পিছু ৫০ বস্তা আর মাঠে দাম ৬০০ টাকা। আবার যাদের প্রথমবার গাছ নষ্ট হয়ে আবার চাষ করতে হয়েছে তারা পড়েছে অকূল পাথারে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় দেহিতে আলু চাষ শুরু হওয়ায় ফলন কমেছে। আলু চাষে ঠাণ্ডা আবহাওয়া লাগে। এবার সেটি পায়নি। গোদের ওপর বিষ ফেঁড়া ধসা রোগের কোপে পড়ে গাছ। গরম পড়ে যাওয়ায় আলুর ফলন কমে যায়।

নতুন চিঠি

২৮ মার্চ, ২০২২

গণহত্যা

রামপুরহাটের বাগটুই গ্রামে তোলাবাজ উপপ্রধান ভাদু সেখের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তৃণমূলী দক্ষতীরা নিজের দলেরই বিরোধীপক্ষের পরিবারের মানুষকে কুপিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলল। প্রায় দশজন নিহতের মধ্যে ৪ মহিলা ও ১ শিশুও রয়েছে। এই গণহত্যা এমন নৃশংস যে পুড়ে যাওয়া দেহের অনেকগুলি যথার্থ সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। তৃণমূলের ‘রাম’রাজত্বে মূলত বখরা-কেন্দ্রিক খুন লেগেই আছে, কিন্তু এমন পৈশাচিক কাণ্ড আগে দেখেনি রাজ্যবাসী। যেকোনো হিংসার ঘটনা ঘটলেই ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’, পারিবারিক বা গ্রাম্য কলহ, ‘বিরোধী’ অথবা ‘বৃহত্তর’ যড়যন্ত্র বলে ঘটনার গুরুত্বকে লঘু করার কৌশল নেয় তৃণমূল। কিন্তু বীভৎসতা ও সন্ত্রাসের মাত্রা এক্ষেত্রে এত তীব্র যে রাজ্য তোলপাড় হচ্ছে। পায়ের তলার মাটি আলগা হচ্ছে দেখে মাঠে নামতে হয়েছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে। সংবেদনশীলতার মুখোশ লাগিয়ে স্বজন-বিরোগের ক্ষোভ কমাতে তিনি ক্ষতিপূরণের ও চাকরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছেন অকুস্থলে। এই বিরলতম গণহত্যার ঘটনা ধামাচাপা দিতে তিনি ‘সিট’ গঠন করে আর ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে চাইছেন।

কিন্তু পাপ বাপকেও ছাড়ে না। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নিহত উপপ্রধানের স্ত্রী বলেই দিয়েছেন—ও একা খেতো না, অন্যদেরও দিত। সারদা বা আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনায় সিট যেমন তথ্যপ্রমাণ লোপাটের খেলা খেলেছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে অযথা কালক্ষেপ না করে হাইকোর্ট সিবিআই-এর ওপর তদন্তভার তুলে দিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্লক সভাপতির সঙ্গে ঘটনার আগে ও পরে আরো বড় প্রভাবশালীর কথোপকথনের তথ্য পাওয়া গেছে। বীরভূমের বেতাজ বাদশা যিনি ঘটনাকে শর্ট সার্কিট বা গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনা বলে চালাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সামনেই মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে ভালো করে কেস ‘সাজাতে’ বলেছেন। মিডিয়া এই ঘটনা চেপে না যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হতাশ ও ক্ষুব্ধ। পুলিশের বাধা সতেজে উপেক্ষা করে বাম নেতৃত্ব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। জেলায় জেলায় এবং কলকাতার রাজপথ স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে উত্তাল হয়েছে—সামিল হয়েছেন বাম কর্মী সহ অসংখ্য সাধারণ বিবেকবান সহনাগরিক।

এক কথায় ভয় ভেঙে যাচ্ছে, শাসকের রক্তচোখকে মানুষ আর পান্ডা দিতে নারাজ। মেরুদণ্ডহীন একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সরকারি দক্ষিণের লোভে এই নৃশংস ঘটনা নিয়ে ওপর চালাকি করেছেন। কেউ বলেছেন ‘আমরা তো রুদালি নই যে সব কিছু নিয়ে কাঁদব’; কেউ বা রোমের দহনের সময়ে নিরোর বীণাবাদনের অলীলতাকে স্মরণ করিয়ে নিজের সুরসাধনার অজহাতে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। আসলে এই ভাতাজীবীরা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও তাঁদের রাজনৈতিক পক্ষপাত মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এঁদেরও চিনে নিতে পেরেছেন মানুষ। এ অবস্থায় সমাজের কাছে দায়বদ্ধ বিরোধী বামশক্তির দায়িত্ব হল, গণজাগরণকে সঠিক রাজনৈতিক ভাষা দেওয়া। সবাই মিলে দড়ি ধরে টান দিলে, রাজা বা রানি খান খান হতে বাধ্য।



কেন ভগৎ সিংদের স্মরণ করবো!

শিবানন্দ পাল

২৩ মার্চ, ১৯৩১ বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। যে মামলায় ফাঁসি হয়, তার এফআইআরে ওঁদের কারো নাম ছিল না।

ভগৎ সিংদের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণ করার জন্য পাকিস্তানের বৃক কাজ করে ভগৎ সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন। তাঁদের বক্তব্য বেআইনিভাবে ভগৎ সিং সহ রাজগুরু, সুখদেবদের প্রাণদণ্ড দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সংগঠনের চেয়ারপার্সন ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি ভগৎ সিংদের ফাঁসির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন লাহোর হাইকোর্টে। আদালত সেই মোতাবেক পাকিস্তানের পুলিশকে নির্দেশ দেয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য। পুলিশের দেওয়া তথ্য থেকেই জানা যায় এসব কথা।

১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর অজ্ঞাতপরিচয় যুবকদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন লাহোর পুলিশের এএসপি জন সন্ডার্স। ওইদিন বিকেলে লাহোরের আনারকলি থানায় যে এফআইআর দায়ের করা হয়, সেই এফআইআরে ভগৎ সিংয়ের নাম ছিল না। ছিল না রাজগুরু এবং সুখদেবের নামও। ‘অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী’ শব্দগুলো এফআইআর-এ ব্যবহার করা হয়েছিল। অথচ এই এফআইআর-এর ভিত্তিতেই মামলা শুরু হয় এবং ভগৎ সিংদের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে আদালত।

মামলায় ৪৫০ জন সাক্ষী ছিল। একজনেরও বয়ান নেওয়া হয়নি। যে পুলিশ অফিসাররা ভগৎ সিংদের দোষী বলে উল্লেখ করেছিলেন, শুধু তাঁদের কথায়ই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিচারক। ওই সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেওয়া হয়নি ভগৎ সিংয়ের আইনজীবীকে। জানা যায়, ভগত সিং ও তার সহযোগীদের প্রথমে ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল না, দ্বীপান্তরের সাজা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই সময় কেউ একজন লাহোর যড়যন্ত্র মামলার বিষয়টি তৈরি করেছিলেন, আর তাতেই বদলে গিয়েছিল মামলার গতি প্রকৃতি।

অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার জেমস স্কটকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে নিহত হয়েছিলেন ইংরেজ অফিসার জন সন্ডার্স। সেই অভিযানে হত হয়েছিলেন আরো একজন ভারতীয় ব্রিটিশ পুলিশ কনস্টেবল চরণ সিং। ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের বিচার, ফাঁসি এবং অন্তিম সংস্কার—সবটাই হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের লাহোর শহরে। সেই কারণে মামলার যাবতীয় নথিপত্র সব লাহোর কারাগারেই ছিল। দেশভাগের সময় ভারত পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে সম্পদের বিভাজন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সমস্ত নথিপত্র থেকে যায় পাকিস্তানে। এমন আরও অনেক নথিপত্র হয়তো এখনও আছে।

২০১৮ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রাদেশিক সরকার সর্বসাধারণের জন্য লাহোরের বিপ্লবী ভগৎ সিং সহ তাঁর সঙ্গীদের বিচার সংক্রান্ত নথিপত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। জন সন্ডার্স হত্যা ঘটনার পর ব্রিটিশ পুলিশ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কীভাবে ভগৎ সিংদের দলের ২৪-২৫ জন সদস্যকে আটক করেছিল, কীভাবে তারা ভগত সিংয়ের দলের সঙ্গে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি এবং নওজোয়ান ভারত সভার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল, দলের বিভিন্ন নথি, ইস্তহার, এএসপি সন্ডার্স এবং কনস্টেবল চরণ সিংয়ের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ইত্যাদি একাধিক ঐতিহাসিক দলিল সেখানে প্রদর্শিত হয়।

এছাড়াও ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীরা ভারতের কোথায় কোথায় গোপন আশ্রয়

নিয়েছিলেন, কী কী বই পড়তেন, জেল থেকে বাবাকে লেখা ভগৎ সিংয়ের চিঠি, জেলের ভিতরে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাপ্য সুবিধা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ভগৎ সিংয়ের আবেদন, জেলের ভিতরে বিশেষ ধরনের বই এবং সংবাদপত্র আনার ব্যবস্থা করার জন্য ভগৎ সিংয়ের লেখা ইত্যাদি অনেক দুর্লভ ঐতিহাসিক নথিপত্র প্রদর্শিত হয়। ভগৎ সিংদের ফাঁসির সময় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি একটি কঠিন প্রশ্ন সারা ভারত তোলপাড় করেছিল। ভগৎ সিংদের ফাঁসির বিষয়টি তিনি লঘু করতে কোনোরকম উদ্যোগ নেননি! তিনি নাকি ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন, “ছেলেগুলোকে যদি ফাঁসি দিতেই হয়,



তবে তা করাচির কংগ্রেস অধিবেশনের পরে না দিয়ে পূর্বেই যেন দেওয়া হয়”!

আবার এই অভিযোগ ওঠে, ওঁদের ফাঁসির পরবর্তী সময়ে গঠিত স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর কাছে তিন শহিদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের বিষয়ে সহযোগিতা চাওয়া হলে তিনি কোনোরূপ সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান।

শহিদদের মৃত্যু কখনোই ব্যর্থ হয় না। তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকবে। ইতিহাসকে তাই ফিরে ফিরে দেখতে হয়। ভগৎ সিংদের ফাঁসির ঠিক আগের ঘটনা হচ্ছে; ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর (১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে) সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের শেষ পর্বে নাকি গান্ধীজি ভগৎ সিংদের বিষয়টি উত্থাপন করে ভাইসরয়কে বলেছিলেন, ওদের ফাঁসি কার্যকর না করে যদি মূলতুবি বা প্রত্যাহার করা যায়, তা হলে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীর শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এরপর (মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে) যখন ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীজির আবার কথা হয়, আরউইন নাকি তাঁকে স্পষ্ট বলেন, তিনি এই মামলাটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তিনি কোনও ভাবেই এই দণ্ডদেশ পরিবর্তন করতে বা মূলতুবি রাখতে পারবেন না।

আরো একটু এগিয়ে দেখলে দেখা যায় ১৯৩১ জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ প্রশাসন মালদহে গ্রেপ্তার করে চালান করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সাতদিনের কারাদণ্ড। ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি ছিল। মিছিল হবে। মিছিলের পুরোভাগে থাকার কথা সুভাষচন্দ্র বসুর। মিছিল এগিয়ে আসতেই কলকাতা পুলিশের শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের দল হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মিছিলের উপর। বাধা দিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। পুলিশের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করেছিলেন, কাকে মারছ তোমরা? জানো না উনি কে? কলকাতার মেয়র! অবশেষে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড। মেয়াদ ছ’মাস।

৫ ফেব্রুয়ারি, গোরক্ষপুর জেলার

চৌরিচৌরা ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মতিলাল নেহেরু, লাল লাজপত রায় সকলেই জেলে তখন। ক্ষোভে দুঃখে জেল থেকে গান্ধীজির উদ্দেশ্যে সন্তর পাতার একটি চিঠি লিখেছিলেন লাল লাজপত রায়। এর মানে কী? চৌরিচৌরার ব্যাপার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ হবে কেন?

দেশবন্ধুর কথা লিখেছেন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইয়ে— “I was with the Deshbandhu at the time and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling.” (The Indian Struggle— Part II— P. 198)

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী একটি দাবিতে তখন সোচ্চার ছিল; ভগৎ সিংদের প্রাণদণ্ড রোধ করতে হবে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির এটা হইবে প্রধান শর্ত। চট্টগ্রাম জেল থেকে বিচারাধীন অগ্নিবিল্বী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী চিঠি পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজির কাছে। “আমরা ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। তার জন্য কোনো দুঃখ নেই আমাদের। কিন্তু ওঁদের আপনি বাঁচান বাপুজি।”

চরম পত্র লিখেছিলেন বকসা দুর্গে আবদুল বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। সবাই মিলে একসাথে পরামর্শ করে তিনটে চিঠি লিখেছিলেন গান্ধীজি, জওহরলাল ও তেজবাহাদুর সাথুর উদ্দেশ্যে : “কাউকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না। দিলে এই চুক্তি আমরা মেনে নেব না। আমাদের দাবি উপেক্ষা করে কাউকে ফাঁসি দিলে আমরা তার প্রতিশোধ নেব। পনেরো দিনের মধ্যেই নেব।”

তেজবাহাদুর সাথু সেই চিঠি তুলে দিয়েছিলেন বড়লাট আরউইনের হাতে। আরউইন প্রশ্ন করেন, ওদের প্রতিনিধি কে? কার সঙ্গে আলোচনা করবো?

সুভাষ চন্দ্র বসু! আঁতকে উঠেছিলেন আরউইন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে হলে আশা-যাওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে, গ্রেপ্তার করা চলবে না। তাহলে?

সূর্য সেন! ও মাই গড! বকসা দুর্গে সত্ত্বর সরকারি চিঠি এসে হাজির হয়েছিল : প্রস্তাব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে লিখে জানাও। বিপ্লবীরা সেভাবেই জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু জবাব আসে অনেক দেরিতে। কারণটা সম্ভবত স্টেটসম্যান, ইয়ুরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল চেন্সার অব কমার্স প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ সংস্থাগুলোর চৌচামেচি— ‘No truck with the terrorists’.

৫ মার্চ, গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে ঘোষণা হয়। ভগৎ সিংদের মুক্তি দেওয়া হবে তো? মুক্তি না হোক, অন্তত প্রাণদণ্ড রোধ তো হবেই! গান্ধীজি যেখানে রয়েছেন! আশায় কোমর বাঁধে ভারতবাসী। শুরু হয় বন্দি মুক্তির গাজন। সবাই মুক্তি পেলেন। কিন্তু মুক্তি পেলেন না অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীরা। গান্ধীজির অহিংস নীতিতে —এরপর চারের পাতায়

লাশ অঙ্গার যখন অভেদ

দেবেশ ঠাকুর

দরজা দুটো বন্ধ করে আগুন জ্বেলে শাস্ত ক্ষত?
পুড়ে যাচ্ছে সাতটা মানুষ, পুড়ে যাচ্ছে বারগাবত।

কে পুড়ল কে পোড়াল কাব্যমেলা, সায়রাবানু—
একবার তো সোচ্চারে কও যারা পুড়ল তারাও মানুষ।

তাদের চিনি। অনেকদিনই। আমার সঙ্গে নাইবা মিশুক
রৌরবে না হাবিয়াতে পুড়তে থাকে অবোধ শিশু।

আগুন নিয়ে খেলতে গেলে আগুন তোমায় খাবেই খাবে
পুড়ে মরলে হাদিস মাফিক এই শিশুরাও বেহেশ্ পাবে?

গ্রাম জ্বলছে পাড়া জ্বলছে ভাগাভাগির নিক্তি মাপে
চাঁচর-পোড়ায় মানুষ পোড়ার গন্ধ শুঁকছি নিরুত্তাপে।

বিবেক পুড়ছে কটু গন্ধে, হিসেব করে শব্দ গজায়
সূরা ভুলেছ। অক্ষমতায়। ক্ষমতা আজ সুরায় মজায়।

যাদের যাদের মেরুদণ্ড আজকে নরম কচুর লতি
কলম কেড়ে বিনুক ধরাও তাদের হাতে, সরস্বতী।

মানুষ-পোড়া গন্ধে যেসব অন্ধজনের বরছে লালা
খাণ্ডব হোক পাণ্ডবদের ক্ষমতায়ন অস্ত্রশালায়।

পাড়া জ্বলছে গ্রাম জ্বলছে অঙ্গার আজ সচল দেহ
আমি খুঁজছি ছাইএর মাঝে ভাইয়ের দেহে যে সন্দেহ

ভোট বাল্ল উছলে গিয়ে আগুন যখন ফাগুন হবে
আঁকার তুলি রঙধনুকে চিত্র আঁকুক উপদ্রবের।

মৃত্যুনগরী

অশোক অধিকারী

পুড়ে যাওয়ার আগে মা’র মুখ মনে পড়েছিল তার।
হাওয়ার রাতে নক্ষত্রের ছায়া সরে গেলে
তারা এসে দাঁড়ায় ফাঁকা মাঠে;
আততায়ী খুব চেনা। দেশলাই কাঠির
গায়ে জড়ানো সাদা থান!
মৃতনগরীর কংক্রিটে উতল দখলনামা।

শাসনের তর্জনী তুলে হেঁটে যায় বারুদ সংসার,
বিহ্বল মানুষের চোখ খুঁজে যায় ছাদের আড়াল।
লজ্জায় ঢেকে যায় যুগল দৃষ্টি; এত
মৃত্যুর পাশে কীভাবে পাতা থাকে রানীর আসন!

পুড়ে যেতে যেতে তারা শেষ বার দেখেছিল মৃত্যুনগরী।
এইভাবেই মৃত্যুফুল ফুটবে অহর্নিশ

‘সংগ্রামী এ নিশান, মানুষের জয়গান’

(জলন্ত বাগটুই গ্রামের নিহত গ্রামবাসীদের স্মরণে)

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

আগুন জ্বলছে গ্রামবাংলায়
আগুনে পুড়ছে, পোড়ে...
তাজা কতো প্রাণ পুড়তে পুড়তে
অসময়ে গেল ঝরে।।

পোড়া দেহ জুড়ে, ঐক্যের সুরে
লেখা হোক এ শ্লোগান :
“অমর রহে, অমর রহে
চলবেই সংগ্রাম।”

এ শ্লোগানে পথ, কঠিন শপথ
চিরদিন অমলিন
পথে ও শপথে, গণপ্রতিরোধে
বাজে মিলনের বীণ
বেজে যায় বীণ, আসছে সুদিন
হাতে হাত রাখি, ভাই—
গ্রামবাংলার প্রতি ঘরে ঘরে
ব্যারিকেড গড়া চাই
আগুনে পোড়ে না এই ব্যারিকেড
আগুনে পোড়ে না শ্লোগান—
চেতনায় থাক সোনালী স্বদেশ
চলুক এ অভিযান
আগুন কখনো পোড়াতে পারে না
সংগ্রামী এ নিশান
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবেই
মানুষের জয়গান।

বগটুই-এর সেই রাত

গৌরী সেনগুপ্ত

ঐ হাঁড়িতেই ভাত ফুটেছিল দিনে
ঐ মাদুরেই ঘুম এনেছিল রাত
শিশুটা মায়ের কোল ঘেসে দুধঘুমে
হায় বগটুই! তবু ওঠেনি তো ঘুম ভেঙে।

কোন দোষে সেই হাঁড়িকুড়ি ঘর পোড়া
কোন দোষে আজ তারা মাংসের তাল
পুড়ে গেছে যারা ছাই হওয়া শুধু ছবি
আজকে তারাই চেয়ার গড়ার চাবি।

ইতিহাস শোনো হাড় হিম করা কিংসা
রুটিন মাফিক একদফা উৎসব
দশটা প্রাণের আগুনে পোড়ার সিডুল
এর দায় বলো একা নেবে আনারুল?

তাজা প্রাণের হিসাব এমনই করুণ
পূরণ দিয়ে কি দায় হয় উদ্ধার?
কোনদিন কি সঠিক তথ্য আনবে?
ভোট এলে তবু ছাইচাপা ওরা উঠবেই।

বিশ্ব জানলো, এক নারকীয় গণহত্যা
ঘুমন্ত রাত পুড়ছে লজ্জাহীন
কার দায় আর কার বা এসব চাপ
হায়! অসহায় চোখ তবু চায় ইনসাফ।

অনুপ্রেরণায়

সঞ্জয় লাহা

সূর্য পুড়ে ছাই হয়েছে। শান্তি কবির মধ্যে
বুদ্ধিজীবীর মেহফিলে দুপেগ করে মদ দে

কৃষ্ণকলি তোমায় বলি এমন খেলা খেললে
রামপুরহাট হয়ে যাবে অচিরেতেই সল্টলেক

রক্তে লবণ ঘর্মে লবণ ধর্মে দাবা-পাশা
দাঙ্গা বানায় দেশনেতা এটাই হল আশার

ভূষণ দিয়ে আসন দিয়ে পাঠিয়ে দি সংকেত
তাইতো আমার ভরসা যে তোমরা আছো সঙ্গে

পুড়লে দেহ হয়ত কেহ বলবে আমায় থিক
আমিই তখন সাজিয়ে দেবো কতক বিরোধী

দহনজ্বালায় দশ ফুটেছে। গন্ধে হবে বিশ
এইভাবেই মৃত্যুফুল ফুটবে অহর্নিশ

কুবোধ কুজাত কুস্মামী সব প্রবীণ চটিজাত
হুকুম মতো নিরোর সাজে হয় বেহালাবাদক

এখন কোন মোমবাতি নেই। হাওয়াই চটি পায়
সবাই সুতোয় সূচ পরাচ্ছে অনুপ্রেরণায়

ইচ্ছে করছে

মিনতি গোস্বামী

ইচ্ছে করছে, মনিপুরী মায়ের মতো
উলঙ্গ হয়ে রাজপথে দাঁড়াই।
দু বাছ তুলে বলি
উচ্ছন্ন রাজ্যের হোতারা আয়
আয় আমাদের ধ্বং কর।
জ্যাস্ত শরীর আগুনে পোড়া
বাড়ুক তোদের বদ রক্ত
সার্থক হোক তোদের মিথ্যার ধড়াচুড়া।
এত লোভ ক্ষমতার
এত লোভ সিংহাসনের?
গ্রিল কেটে মা ও শিশুকে
তোরা জ্যাস্ত পুড়িয়ে মারিস?
তোরা মানুষ নামের কলঙ্ক
এক একটা জ্যাস্ত বিষধর খরিশ।
যতই মানুষ পোড়াস তোরা
পুড়তে পুড়তে মানুষই ওঠে জেগে
কালের নিয়মে মানুষই একদিন
তোদের কপালে ঘাতক চিহ্ন দেবে এঁকে।

প্রতিবাদ

রীতা বসু ধর

আইন আদালত সব মিথ্যা
প্রশাসন সরকারি ভৃত্য
গণহত্যায় মরছে মানুষ
জ্বলছে আগুন দাউ দাউ।

কথা কও কথা কও
রুদ্ধ দুয়ারে পড়ছে আঘাত।
সূর্য সেনারা এসো পথে
লড়তে হবে একসাথে।
নরপিশাচরা অন্ধকারে
মৃত লাস খুঁটে খায়।
চিল শকুনের উৎপাত
শৃগালের তীর চিৎকার।

শিশুরাও ভুলেছে খেলা
লাসের মিছিলে প্রতিবাদ।
যড়যন্ত্র কারা করে
তোলাবাজ প্রতিহিংসায়।

চুপ চুপ সাবধানী সতর্কতা
প্রতিবাদ সোচ্চার হবে।
অগ্রাহ্য করো সেনানী
সূর্য শপথে হবে দৃঢ় প্রত্যয়।

বুদ্ধিজীবী

মৌসুমী মুখার্জী ভট্টাচার্য

এক্কেবারে চুপ!
ছবিয়াল কবিয়াল
কত বড় গুপ
বিবেক বলে
আছে কিছু,

নাকি এটাই রূপ?

মওকা বুঝে পথে নামে
সুশীল বাবু বিবি ।
মওকা বুঝে মুখে কুলুপ,
আর কত কী নিবি!!

পদের আমি, পদের তুমি,
পদ দিয়ে যায় চেনা।
পদলেহন কাকে বলে?
বাড়ছে লেনাদেনা।

পদের আমি, পদের তুমি,
পদ দিয়ে যায় চেনা।
পদলেহন কাকে বলে?
বাড়ছে লেনাদেনা।

বেঁচে বর্তে থাকি আমি,
মরুক আনিস সব ।
লাশ হয়ে যাক গণ্ডাখানেক,
কীসের কলরব?

রানীভজা আমরা সুশীল,
আমরা বিদ্বজ্জন।
এই বাংলায় আমরা রানীর
আসল পরিজন।

শতাব্দী একবিংশ

কাকলি ঘোষ

গ্রামের নামটি আমতা,
তার মুখের নামটি আনীস—
প্রতিবাদের কলমের নাম আনীস—
প্রতিরোধের শ্লোগান এর নাম আনীস—
রক্তের নাম আনীস, মিছিলের নাম আনীস।
আমাদের এই গ্রামের নামটি আমতা,
আমাদের সেই ছেলের নামটি আনীস।।

আমাদের সেই তাহার নামটি তুহিনা—
নিষ্পাপ কিশোরী মেয়েটির আঙিনা,
প্রতিদিন হত খর শাশানিতে স্তব্ধ,
হেরেও হারেনি সেই তুহিনা—
আমাদের সেই শহরের নামটি বর্ধমান
আমাদের সেই মেয়ের নামটি তুহিনা।।

আমাদের সেই গ্রামের নামটি বগটুই
হাতে হাত ধরে তারা ছিল সব একদল,
নিজেদের ঘরে নাকি নিজেরা দিয়েছে আগুন,
জ্যাস্ত পুড়েছে শিশু ও মায়েরা।
আমাদের এই শতাব্দীর নাম ‘একবিংশ’,
আমাদের এই সভ্যতার নামটি ‘বর্বরতা’,
আমাদের এই দেশের নামটি ‘সোনার বাংলা’।
তবুও এখনো বেঁচে আছে বোধ,
তবুও এখনো বেঁচে আছে চেতন—
এখনো কথা বলে মানুষ,
এখনো জন্ম নেয় প্রতিরোধ,
এখনো ওঠে আঙুল প্রতিবাদের
এখনো গড়ে ওঠে ব্যারিকেড—
এখনো আমরা বলি—
আমাদের এই জাতির নামটি মানবতা।।

পলাশ বনে আগুনের চড়ুইভাতি

কুশল দে

ওদিকে যাবেন না দাদা, দেখছেন না—
ওদিকে এখন নরখাদক আগুন দলের
আগুনের চড়ুইভাতি চলছে
স্বপ্নঘেরা পলাশ বনে।
কোনও আর্তনাদেই কান দেবেন না।
সর্বহারা নক্ষত্রের অশ্রুজলে যতই ভিজুক মাটি।
বিষাক্ত সপের হরিবোল চেতনার কথা
শুনতে পাচ্ছেন না! রুদালি হতে নয়,
বুকের উঠোনে পায়রা কেমন—
বক বকম বক বকম করছে সারাক্ষণ।
চিরশান্তির বাণী হচ্ছে উচ্চারণ মুখে মুখে।
তারপর, হাড়গোড়ের ছানবিন, তল্লাশি
ময়নাতদন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।
বলছি না ওদিকে যাবেন না,
দেখছেন না সুন্দর পলাশ রাতে
কেমন আগুন মাতে।
লাল মাটিতে লাল রক্ত পুড়ে
অস্থি কয়লা হলো কালো হীরের মতো
শতাব্দীর পরে কবর খুঁড়ে অমর হবে
গবেষকের মগজ প্রাসাদে।
আর বর্তমানে মোবাইলে মোবাইলে
ভাইরাল হবে আগুন চড়ুই ভাতির
চিত্রশৈলী, ভুলে যাবে—
মানবদানব হয়ে ওঠা রং তুলি কাব্যগাথা
ইতিহাসের কান্না কেউ শুনতে চায় না।
বুঝলেন দাদা—কী বুঝলেন
মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল!
মানুষ এখন সূর্যোদয়ের ছবির চেয়ে
সূর্যাস্তের ছবি দেখতে বড় বেশি ভালোবাসে।
ওদিকে যাবেন না দাদা।
ওখানে আগুনের চড়ুইভাতি চলছে।

দেওয়ালের লিখন

রীনা মিত্র

কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু
সংখ্যালঘু ওদের নেতা;
কে বলছে, কারা বলছে এসব শুধুই কথার কথা!
কমিউনিস্টরা পিকচারে নেই, তবু ওদেরই যেন সব মাথাব্যথা!
মেঘের কোলে বিদ্যুতের ডাক, হয়না বরষণ!
এবার দেখ কেমন, হালকা ঝোড়ো হাওয়ায় ওমেট নিরসন!
প্রবীণ সাথী নবীন সাথী ধর-রে এবারে হাত!
মুণ্ডিবদ্ধ হাতে হোক পদ্ম-ভূণ উভয়েই নিপাত।

নাট্যোৎসব বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ‘বর্ধমান গ্রাফ’-এর উদ্যোগে ২৪- ২৫ মার্চ সংস্কৃতি হলে মোট চারটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নাট্য উৎসব এর কর্মকর্তা ও পরিচালক ধ্রুবজ্যোতি কেশ জানান বর্ধমানের নাট্য নির্দেশক প্রয়াত রাতুল চক্রবর্তীর নামে উৎসবকে উৎসর্গ করা হয়। দুদিনে চারটি নাটক হয়েছে। প্রথম দিনে দমদম থেকে আসা ‘শ্যাফো চিত্রাঙ্গদা’, দ্বিতীয় শো ব্যাঙলের ‘হাজার মাইল দূরে’। ২৫ মার্চ প্রথম শো ‘চুপ...দরজাটা’ এবং দ্বিতীয় শো, ‘প্রতিঘাত’।

বর্ধমান গ্রাফ প্রযোজিত ‘চুপ...

দরজাটা’ নাটকটি নির্দেশনা ও অভিনয়ে ধ্রুবজ্যোতি কেশ। দমদম শব্দমুখ্য নাট্য কেন্দ্র প্রযোজিত ও রাকেশ ঘোষ নির্দেশিত ‘শ্যাফো চিত্রাঙ্গদা’ দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিস দেশে মহিলাদের অধিকার সামনে আনতে রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে মহিলা কবি শ্যাফো প্রচুর কবিতা লেখেন। এই দেশে ও মহাভারতের যুগে রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে মহিলাদের অধিকার নিয়ে সরব হন চিত্রাঙ্গদা। দুই মহিলাকে যুক্ত করে বর্তমানের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত নাটকটি দর্শকদের মন ছুঁয়েছে।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা সমিতি শহর সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বর্ধমান শহর আঞ্চলিক কমিটির ৪র্থ সম্মেলন ‘জাগরী’ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সাইদুল হক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী। ৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কমল হাজরা। সাইদুল হক তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাক্ষরতা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও সাক্ষরতা আন্দোলনের লক্ষ্যে সকল শিশুর বিদ্যালয় শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার ও জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল দাবি করার কথা বলেন।

সম্মেলন হতে কমল হাজরাকে সভাপতি, শিবশঙ্কর চ্যাটার্জীকে সম্পাদক ও পরিতোষ কুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়

কৃষক আন্দোলনের নেতা প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী ২৩ মার্চ : গলসী থানা এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা সেখ আব্দুল আজিম (৮৪) আজ দুপুরে প্রয়াত হয়েছেন। বাড়ি সাকো গ্রাম পঞ্চায়েতের শশঙ্গা বরদিঘী গ্রামে। সেখ আজিম ১৯৬৭ সালে জমি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম) পার্টিতে আসেন। সন্ত্রাসের দিনগুলিতে এবং জরুরি অবস্থার সময় তিনি বুক চিতিয়ে লড়াই করেন এবং লাল বাগা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর উপর নানা সন্ত্রাস

নামিয়ে আনলেও তিনি আন্দোলনে অবিচল ছিলেন। ১৯৭৭ সালের পর তিনি কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনে নিজেস্ব যুক্ত রাখেন। সেই সঙ্গে কুলগড়িয়া হাই মাদ্রাসার সম্পাদক হিসাবে ওই মাদ্রাসার ও গার্লস মাদ্রাসার উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, সাইদুল হক, মণিমালা দাস, জাফর আলি, আতিয়ার রহমান সহ অন্যান্য এরিয়ার কমিটির সদস্যবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দ।

শব	ফেবু ভেসে যায়...
সূর্য মণ্ডল	কৌশিক নাহিড়ী
একটি প্রকৃত শব উঠে দাঁড়ায়। আকাশে দুদিনের বাসি দোল পূর্ণিমার চাঁদ পাতার গায়ে এখনো লেগে আছে লাল নীল আবিরের গুড়ো ধোঁয়ার গন্ধ পেরিয়ে সর্বক মানুষ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে মাঠে বাতাসে ফিসফাস নক্ষত্র ফিসফাস হাওয়া শুদ্ধ পাড়ার কুকুরেরা শুয়ে আছে শান্ত জ্যোৎস্নার মতো। এমনই বিবর্ণ পথে একটি প্রকৃত শব হেঁটে যায় পেটে তার গনগনে খিদে আহা, শরীরে লকলকে আগুন।	এই হয়েছে এক ছুজগ! ফেসবুকেতে ফেস দেখালেও দেখায় না কেউ বুকুর মুখ! তালকানা আর ছন্দহীন আমার মত ফেবুকবির বন্ধু সংখ্যা অন্তহীন! বারগাবতের বিষম ক্ষতে লাগলো না যে তোর মলম! নব-অন্নে, অন্য-ব্রতে বারগ বুঝি খোলা কলম? ফাইল খুলে, কোমর বেঁধে ফেবুপ্লবীর ট্রোল মিছিল! যতই বাড়ে গৃহের জট ততই বাড়ে অন্তর্মিল! হাদি ভেসে যায়, বিষগ্নতায় কবি ঘাঁটেন শব্দ-কোষ বিশ্বজোড়া জতুগৃহে কী লিখতেন আজ, শঙ্খ ঘোষ?

রত্না রশীদ

ঘরের দুয়েরের অশান্তি নিয়ে দিন কাটছে মানুষের। এক সপ্তাহে, প্রচারিত খবরে, তেইশটা জ্যাস্ত মানুষকে লাশ বানানো হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে লাশেদের নাম-ধাম জীবিকা। এবং একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে লাশেদের নীলামের দর—ক্ষতিপূরণ অর্থ থাকে, চাকরি, বাড়ি মেরামতির খরচপত্রের এবং আরো অপ্রচারিত লেনাদেনা।

মানুষ টাকায় বিকোয় বহুদিন। এখন লাশ বেচেও শুধু টাকা নয়, ‘ক্ষমতা’ কেনার ক্ষমতা হয়েছে। সাধারণ মানুষ খুব কাছ থেকে দেখছে, শুনছে, প্রভাবিত হচ্ছে। রাতারাতি সাতমহলা বানাবার সাধ আর কার না হয়! তার জন্য যা করতে হয় করে। সবাই করছে তো। লাশ তো একদিন না একদিন হতেই হবে, এখন মালদার আদমি বলে যাও।

বর্তমানে এই হলো ক্ষমতাসীন দলের মৌচাকে বাঁক বাঁধা সর্বজনসাধারণের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। কোনো নীতি-নৈতিকতা আদর্শ-ফাদর্শ লাগে না, কেবল টাকা কামাও, ফুটি করো, যা ইচ্ছে তাই করো। গ্যাটে টাকা থাকলে সবার মাথা কিনে নেওয়া সম্ভব। বাড়তি টাকা আর কে-না খুঁজছে, গুঁজে দাও আর যতো খুশি অপকর্মের লাইসেন্স বাগিয়ে নাও।

এমন জন-গণ-মন হলো কেন? কেন মানুষকে এটা শেখাবার অভিভাবক জুটলো না যে, সৎপথের নুন ভাত অমৃত, অসৎ পথের সবটাই বিষ। না শেখালো বাপ-মা, না শেখালো শিক্ষক। আগে পাড়ার গুরুজনেরাও অভিভাবক ছিলেন। বেচাল দেখলেই অন দ্যা স্পট শাসন। আদরও। শুধুই শাসন কারো কোনদিন হজম হয় না, তাঁরা সেটা

রেল হকারদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মার্চ : সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেল হকার ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কালনা স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সভা হয়। অন্যদিকে রেল হকারদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত কালনা রেল স্টেশন ম্যানেজারকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ৭ দফা দাবিগুলির সমর্থনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া এই তিন জেলার হকার ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন সনজিৎ মুখার্জি, আনন্দ কুণ্ডু, কমলাক্ষ সরকার, সুরত দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পাঁচু গোপাল মোহন্ত।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -কর্মাদ্যক্ষ, নতুন চিঠি

প্রান্তজন—আত্মজন (৪৭)

জানতেন, পকেটে লজেন্স নিয়ে ঘুরতে হতো তাঁদের। পেনকিলারের সঙ্গে অবধারিতের এ্যান্টাসিড।

যা বলছিলাম, সমাজ-মন কেমন করে যেন অবৈধ ক্ষমতা আর টাকার জালে আটকে গেছে। আগে মাফিয়ারাজ ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক, শিল্পকেন্দ্রিক। লোহার ছাঁট, বাতিল যন্ত্রের অংশ, খনির কয়লা, আরো বহু বহু জিনিস আমি যার নামও শুনি নি কখনো, ওগুলো নাকি কোটি কোটি টাকার লেনদেনের সম্পদ। খুন খারাপি হতো বখরা নিয়ে। তাদের একটা তকমা ছিল—‘সমাজবিরোধী’। মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখতো না। কেউ চাইতো না তাদের সন্তান সমাজবিরোধী হোক। ওদের নাকি একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব জগৎ ছিল। সাধারণ মানুষের তার মুখোমুখি হবার সাহস সুযোগ কোনোটাই ছিল না। নুন-ভাত শাস্তি করে খেতো সাধারণ মানুষ, নিশ্চিন্তে ঘুমতো। পাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বেলায় হেঁটে গেছে যেজন, গমগম করে কানে বেজেছে সমস্ত বাড়ির পড়ুয়াদের নিয়ম করে পড়াশোনার আওয়াজ। মন্ত্রধ্বনির মতো, পাড়া ভরে থাকতো, বিদ্যাচর্চার শুদ্ধ আওয়াজে। পড়ুয়ারা পড়তে বসলে বাড়িতে কেউ জোরে কথা বলতো না, সন্ধ্যাবেলায় কেউ কারো বাড়ি বেড়াতে যেতো না—ছেলেপিলের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে, মায়েরা বুদ্ধি করে একটু দেরি করে রান্না চাপাতো যাতে ছেলেপিলের বিদ্যাচর্চার সময়টা দীর্ঘায়িত হয় এবং পড়ে উঠেই গরম গরম নৈশাহার পায়। বাড়ির ভেতর থেকে যদি শৃঙ্খলার শিক্ষা পায়, বড়ো হয়ে ছেলে-মেয়েরা সেটা ভেঙে ফেলার ক্ষমতা রাখে না। সব শিক্ষার জন্ম পরিবারের অন্দরে।

এই যে কদিন যাবৎ বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর পোড়া মানুষের লাশ

দেখানো হচ্ছে, এই নিষ্ঠুরতা একদিনে তো শক্তিশালী হয়নি। একটা একটা করে ইঁট গেঁথে তো অট্টালিকা তুলতে হয়েছে। প্রশাসন, সাধারণ মানুষ, গায়ের মাতব্বর, মন্দির-মসজিদের টনটনে ধর্ম আওড়ানো ধর্ম-রক্ষক, এদের কারোরই তা চোখে পড়েনি? আর বাড়ির মেয়েরা? মায়েরা? বুড়ো বাপও তো দেখছি বখরার ব্যাপার জানে। তবে? উৎপাতের উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তি বাড়ির অন্দর মহল থেকেই। সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েছেন উৎপাতের অন্ন, চিৎপাত তো হতেই হবে। কেমন প্রতিহিংসামূলক শব্দগুলো কলমে চলে এলো। আসলে এটা রাগের আড়ালে অসহায়তা। মায়ের সামনে ছেলের অসৎ উপার্জন আনার সাহস যেদিন থেকে হয়েছে, ধ্বসে গেছে পরিবার-সমাজ-দেশ।

দোষ আমাদের। যারা নিজেরাই নিয়মনীতির মাথায় গুলি মেরে ভোগবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করে চলেছি জীবনে ও যাপনে। কেউ শেখালাম না ওদের, ওপরের চাকচিক্যে কিচ্ছুটি নেই, সততাই সম্পদ। অভিভাবক হিসেবে আমরা ব্যর্থ, শিক্ষক হিসেবে আমরা অপদার্থ, নিজেরা যাপনে জৌলুষ দেখবার সময় একবারও ভাবি না ক্ষুধার্তের সামনে বিরিয়ানির থালা নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া লজ্জার শুধু নয়, অপরাধ। শিক্ষিত ভদ্রজনেরা তাকিয়ে দেখুন, কী চমৎকার স্বখাত সলিলে তলিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করেছেন!

সমাজের বেশিরভাগ মানুষ চালবাজ অসৎ হয়ে গেলে কী করে বাঁচবে সমাজ! একেবারে গ্রাসারুট লেভেল থেকে সততার চর্চা এক্ষণের চরুর প্রয়োজন। আমাদের রোড ভলান্টিয়ার্সরা একাজে দক্ষ প্রশিক্ষক হতে পারে আমাদের জনজীবনের। নির্লোভ জনসেবা।

(চলবে)

কেন ভগৎ সিংদের স্মরণ করবো!

—দুয়ের পাতার পর

যাঁরা আত্মবান নন, তাঁরা একঘরে, সমাজচ্যুত।

৮ মার্চ, মুক্তি পেলেন সুভাষচন্দ্র। ১৪ মার্চ তিনি বিভি-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে ছুটে গেলেন গান্ধীজির কাছে। দাবি করলেন চুক্তি ভেঙে দিন। হুকুম রদ করাতেই হবে! এমনকি গান্ধীজির সঙ্গে তিনি দিল্লি গেলেন। না। দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ বড়লাটের কাছে প্রয়োজনীয় গুরুত্বের সঙ্গে পেশ হয়নি। “ব্রিটিশদের Divide and rule নীতির জয় হলো; কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর, আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর”; অনন্ত সিংহ লিখেছেন।

২৩ মার্চ, ১৯৩১ কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রাতে করাচির ট্রেন ধরেছিলেন গান্ধীজি। ট্রেন ধরার ঠিক আগে তিনি নাকি বড়লাট আরউইনকে বিপ্লবীদের ফাঁসির বিষয়ে আবার একটি চিঠি লিখেছিলেন, “ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা এক সংশোধনাতীত কাজ। তাই ভাইসরয়

যদি মনে করেন এই রায়দানে সামান্যতম ভুলের সম্ভাবনা আছে, তা হলে তাঁর উচিত এই দণ্ডদেশ কার্যকর না করে পুনরায় বিবেচনা করা।”

কিন্তু গান্ধীজি যখন ট্রেনে লাহোরের পথে চলেছেন, আশ্চর্য! সূর্যাস্তের ঠিক পরে সন্ধ্যা সাতটায় ভগৎ সিং সহ সহযোগীদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়। আর সব থেকে কঠিন সত্য; ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে বিপ্লবীদের ফাঁসি কার্যকর করার নির্দিষ্ট দিন ধার্য ছিল ২৪ মার্চ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগৎ সিং (২৩), সুখদেব থাপার (২২), শিবরাম রাজগুরু (২৩) মাত্র তেইশ বছর বয়সে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতকে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই হয়তো গান্ধীজির ছবি নয়, এই বীর শহিদদের ছবি বুকে নিয়েই তাঁদের স্মরণ করেন আজও সারা ভারতের যুব সমাজ। এমনকি আমরা ভালো করে জানি না পাকিস্তানের যুব সমাজও তাঁদের স্মরণ করেন।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ বা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ বা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা